অতৃপ্ত-নায়ক

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক :
মুখার্জী লাইব্রেরী
১৫ ডি, এন, মিত্র রোড
খোসবাগান, বর্ধমান ৭১৩১০১

পরিবেশক :
বরেন্দ্র বুক ষ্টল
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
নিউ সদানন্দ প্রেস
খোসবাগান, বর্ধমান

বাঁধাই :
পাল বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
বাদামতলা, বর্ধমান

প্রচ্ছদ :
বিশ্বনাথ ষ্টুডিও
৩, গড়ানহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ঃ উৎসর্গ ঃ

অতৃপ্ত নায়ক লেখার প্রথম প্রেরণা যার কাছ থেকে পেয়েছিলাম, তিনি এখন পরপারে। জীবিতাবস্থায়, প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে যিনি নানাভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেই স্বর্গতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করলাম গ্রন্থখানি।

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

১৩৭১

॥ এক ॥

কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত প্রবীন উকিল, শ্রীপ্রণবেশ রায়চৌধুরী রাত প্রায় নটার সময়, তার শ্যামবাজারের চেম্বারে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা জটিল গুরুত্বপূর্ণ মামলার কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, এমন সময়, তার একমাত্র আদুরে সন্তান, মঞ্জুলীর একমাত্র আট-নয় বছরের ছেলে, দাদুর চেম্বারে ঢুকে চিৎকার করতে থাকে।

—দাদু, শীগগির এস, দিদা তোমায় ডাকছেন।

দাদু কিন্তু তার টেবিলের ওপর অসংখ্য নতুন পুরানো রং বেরংএর কাগজ পত্র ও পাহাড় প্রমান আইনের বইয়ের মধ্যে এমনভাবে ডুবে ছিলেন যে, এত আদরের দাদুর মধুর ডাক তার কানে গেলেও সাড়া দিলেন না। যে মামলার কাগজপত্র নিয়ে ডুবে ছিলেন, তাই নিয়েই বিড় বিড় করতে করতে হাই পাওয়ারের পুরু লেন্সের চশমা লাগান চোখ দুটোকে, ঘন ঘন উচু-নিচু করতে থাকেন। নাতি শেখর তখন অধৈর্য্য হয়ে দাদুকে একটা ধাকা দিয়ে চড়া গলায় বলে ওঠে।

—ও দাদু, তোমায় ডাকছিনা. তুমি কি কালা? বলছিনা দিদা তোমায় এখনই ডাকছেন।

দাদু তখন হুড়মুড় করে মাথাটা একটা ঝাঁকানি দিয়ে, সাড়া দিয়ে বল্লেন।

—ওঃ, কি হয়েছে দাদু?

—দিদা তোমায় শীগগির ডাকছেন।

—আমার যে এখন খুব কাজ আছে দাদু, তুমি বরং দিদাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।

—দিদা না আসতে চাইলে কি করব?

—তাকে ধরে নিয়ে আসতে পারবে না ?

—তাহলে আমায় কি দেবে ?

—তুমি যা চাইবে, তাই দেবো।

—তাহলে কাল আমাকে একখানা ভাল ডিটেক্‌টিভ বই কিনে দিতে হবে, আর তোমার ঐ কাগজ থেকে দুখানা বড় টিকিট দিতে হবে। আমি জমাবো।

—তাই দেব। তবে এ-টিকিট তো তোমার জমান চলবে না। এ-ত কোর্টের টিকিট, পোষ্ট অফিসের টিকিট তোমায় এনে দেব, তাই জমিও কেমন ? তুমি দিদাকে ধরে নিয়ে এস।

শেখর দৌড়ে গিয়ে দিদার ঘরে ঢুকে খপ্ করে তার একটা হাত ধ'রে বলে।

—দাদুর অনেক কাজ, এখন কিছুতেই আসতে পারবেন না। তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন, চল, আমার সঙ্গে এখনই যেতে হবে।

মনে মনে রাগ হ'লেও দিদা বুঝতে পারলেন যে তার ডানপিটে নাতির হাত কিছুতেই তিনি ছাড়াতে পারবেন না, তাই সহজেই রাজী হয়ে রওনা দিলেন। শেখর গর্ব্বিত পদক্ষেপে দিদার হাত ধরে টেনে এনে দাদুর এজলাসে ফেলে। দাদু তখনও তার সেই কেসের ফাইলের মধ্যে ডুবে আছেন, দিদা শেখরকে বলেন।

—হাকিমের হুকুম তামিল করেছিস্‌তো ? এইবার যা, মার কাছে গিয়ে বস্‌গা, আমি এখনই যাচ্ছি, মার শরীর খারাপ, তাকে কিন্তু বিরক্ত করবি না।

শেখর সঙ্গে সঙ্গে মার ঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল।

—মা তোমার কি হ'য়েছে ? দিদা বললেন, তোমার নাকি শরীর খারাপ।

মঞ্জুলী শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল, আর ক্ষীণ কণ্ঠে বলল "আয় কাছে আয়।"